PISHACH

Gargi Bhattacharya

******

COPYRIGHTED MATERIAL

পিশাচ

গার্গী ভট্টাচার্য

ঘোস্ট হান্টার মিস্টার অভিরূপ বিশ্বাস , ইন্ডিয়ান প্যারানর্মাল সোসাইটি এবং বিদেশের নানান প্যারানর্মাল চ্যানেলের কল্যাণে আমার অনেক ভূত দেখা ও প্রেতজ্ঞান । এই বই লেখার ব্যাপারে এদের দান- আমি অস্বীকার করতে পারিনা ।

ধন্যবাদ , শুভেচ্ছা আর হ্যাটস্ অফ -সাহসের জন্য ।

তবে বন্ধুরা , সাবধান !

ভূতের মাথায় কখন কী ভূত চাপে ☺

Dedicated to all the paranormal enthusiasts……..

পিশাচ

প্রেতকথা ও মরণমুখী পরব -মহুয়া গান

অরুণাচল প্রদেশের ভালুকপং এলাকায় বেড়ে উঠেছে তিরাপ । ওর বাবা গেগং ; নাগাল্যান্ডে গিয়ে বাসা বাঁধে ।সেখানে ক্রমশ ওরা জাঁকিয়ে বসে । পরে তিরাপ ওখানে নাগা শালের দোকান খুলে বসে । সুন্দর সুন্দর শাল বিকিকিনি হয় সেখানে । নানান উপজাতিদের বোনা হরেক রকম নক্‌শার শাল কিনতে দেশী-বিদেশী মানুষ ওর দোকানে হাজির হয় । উপজাতিদের মধ্যে কে কী ধরণের শাল পরবে সেটা তার মর্যাদার ওপরে নির্ভর করে । এক একটা রং ও নক্‌শা এক এক উপজাতি ব্যবহার করে থাকে ।

মেয়েটি এখন নিজেকে নাগা বলে । যদিও রূপের দিক দিয়ে ভালুকপং ওর মনে একটা বিশেষ স্থান দখল করে আছে কিন্তু নাগাল্যান্ডেও ও ভালই আছে । এখানে ও কুকুরের মাংস খেয়েছে । লোকে বলে যে কুকুর না খেলে নাকি মানুষের বাচ্চা হওয়া হলনা !

বাড়িতে ওর দুটো বন্ধু কুকুর ছিলো । এখানে ওরা খাবারের প্লেটে । ওদের বাড়িতে ওরা কুকুর খায়নি ।

আসলে ওরা ডিম, মূর্গী , মাছ এসবই বেশি খায় ।

সাধারণত: ও অবসর সময় কাটায় গান গেয়ে আর বিভিন্ন ভৌতিক বই পড়ে । অশরীরি সত্ত্বা ওকে ভীষণ আকর্ষণ করে । ও খুবই সাহসী । ওর বোন ড্রু বেশ ভীতু । দুজনে মিলেই দোকান চালায় ।

বিদেশীরা তো আসেই । ওদেরই একজন মাথায় ঢোকায় যে ঘোস্ট হান্টার হয়ে যাও ! নাম তার রায়ান কোহেন । মধ্যবয়সী মানুষ । তিরাপ সদ্য যুবতী ।

রায়ান ভারতে বেড়াতে এসেছিলো । ওর বৌ গ্রেটেল ওদের তিন সন্তানকে নিয়ে চলে গেছে । বাচ্চারা বাবাকে ঘৃণা করে , গ্রেটেলের কারণে । ওদের মা ইচ্ছে করেই রায়ানকে এক মন্দ দানব বলে ঘোষণা করেছে । কাজেই বাচ্চারা মায়ের সাইড নিয়েছে । রায়ানকে ওদের কাছে ঘেঁষতে দেয়নি গ্রেটেল । মনের দু:খে নিজের কাজকম্মো ছেড়ে দূরদেশ ভারতে ঘুরতে আসে সে । ওর কাজ ছিলো ট্রেনে , বাইরে থেকে ঠেলে

যাত্রীদের কামরাতে ঢোকানো । এই কাজ করতো সে জাপানে । পরে, নিজ দেশে ফিরে ইলেক্ট্রিশিয়ানের কাজ নেয় । সেখানেই আলাপ গ্রেটেলের সাথে । সে ট্রেন চালিকা ।

রূপসী গ্রেটেল নাকি এক বয়ফ্রেন্ড জুটিয়ে তার সাথে আছে । সে ওদের বাচ্চাদের দেখাশোনা করে । একটি দরিদ্র দেশ থেকে এসেছে । গ্রেটেলের সাথে বিয়ে করার মতলব । হয়ত নাগরিকত্ব সহজে পেয়ে যাবে !

কিন্তু রায়ান ডাইভোর্স করা সত্ত্বেও এখনও কেন গ্রেটেল ওকে বিয়ে করেনি সেটা কেউ জানেনা ।

ওর বয়ফ্রেন্ড ; ওদের সন্তানদের পার্মানেন্ট ন্যানি ।

বাচ্চাদের কথা খুব মনে হয় । ওদের মা যেমন ওদের মানুষ করছে সেরকম কতনা বর্ষণ মুখর সন্ধ্যায় রায়ান ওদের বুকে করে রেখেছে । মাংস বেক করে দিয়েছে । কেক বানিয়ে খাইয়েছে । পার্কে নিয়ে গেছে । সাইকেল চালানো শিখিয়েছে । আরো কত কিছু ।

ওদের মুক্ত সমাজে তো ওরা স্কুল থেকেই সম্ভোগে ডুবে যায় । কাজেই নানান কোণে ওদের সন্তান থাকে ।

কিন্তু রায়ানের মোট এই তিনখানা বাচ্চাই আছে। মাঝে মাঝে মনে হয় যে দু একটি এদিকে সেদিকে থাকলে মন্দ হতনা এখন । অন্ততঃ ওদের কচি মুখগুলো দেখা যেতো। শান্তি পেতো এই টালমাটাল সময়ে।

বন্ধুত্ব হতে দেরি লাগেনি । তিরাপ খুব মিষ্টি মেয়ে । রায়ান ও তিরাপের জুটি ওদের বাবা , মা ও বোন দ্রুর ভালই লেগেছে। কাজেই এক শুভ সন্ধ্যায় ওরা গীর্জায় গিয়ে বিয়ে সেরে ফেলেছে।

বিয়ের পর রায়ান কিছুদিন নাগা প্রদেশে ছিলো।

পরে দেশে ফিরে যায়। সেখানে বছরখানেক কাজ করে । আজকাল মোবাইল আর নেটের যুগে দুনিয়া তো হাতের মুঠোয় ! কাজেই সদ্য বিবাহ হওয়া সত্ত্বেও দূর দেশে , একাকী নয় নববধূ -- বরং ওর সাথে রোজই কথা বলতো। লাইভ ছবি দেখতো। ক্ষুধাতৃষ্ণা যেন ভুলে যেতো।

বেশ কিছুকাল কাজ করে , টাকা জমিয়ে ফিরে আসে ভারতে । এবার ওরা দুজনে পুণায় গিয়ে একটি প্যারানর্মাল সংস্থা খুলে বসে । তিরাপের শালের ব্যবসা দেখাশোনা করে ওর বোন দ্রু । বাবা ও মায়ের বয়স হয়েছে। ওরা নিয়ম করে বিভিন্ন নাগা উৎসবে

যোগদান করে । ওর মায়ের অনেক নাগা ও কুকি বন্ধু আছে । মা বলে : আমরা ভালুকপং থেকে এসেছি কিন্তু আমাদের বড় মেয়ে নাগা ।

নাগা সংস্কৃতি খুব ভালোলাগে তিরাপের ।

প্রথম ভৌতিক অভিজ্ঞতা ভালুকপং অঞ্চলেই ।

অরণ্যের গাছ কেটে, কাঠ নিয়ে আসে মেয়েরা । জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে । সেই কাঠের টুকরো বয়ে আনার ঝুড়িগুলো এক বুড়ি তৈরি করতো । তার বাস বনের কাছেই । একমাত্র ছেলে ট্রেকের সময় লোকজনকে গাইড করতো । কোনো বন্য পশুর পেটে যায় সে একদিন ।

তারপর থেকে বুড়ি একটু পাগল পাগল ভাব দেখায় ।

একা একা বিড়বিড় করতো । ঝুড়ি তৈরির ফাঁকে ফাঁকে । সেই বুড়িটা একদিন ঝড়ের কোপে পড়ে মারা যায় । বনের ধারে ওর বাসাখানি ভেঙে পড়ে ।

চাপা পড়ে যায় । তারপর থেকে ট্রেকাররা এবং অন্যান্য মানুষ ওকে নিয়মিত দেখতো । দেখা যেতো

এককামরার বাসাখানি দিব্যি দাঁড়িয়ে । ভেতরে বসে বসে, বুড়ি ঝুড়ি নির্মাণে ব্যস্ত অথবা কাঠের চুল্‌হায় রান্না করছে । অনেকে ভয় পেয়ে যেতো । কিন্তু তিরাপ একদিন সোজা বাসায় প্রবেশ করে । বুড়ি ওকে জানায় যে তার খুব কষ্ট । এইভাবে মারা গেছে বলে ।

তখন তিরাপ ও তার পরিবার সেই বুড়ির অন্তিম কাজ করে ফেলে । ধর্মের নিয়ম মেনে ।

সেই থেকে বুড়িকে আর কেউ দেখেনি ।

এই ঘটনার পরে তিরাপের মনে হয়েছে যে মৃত মানুষ জীবিতদের সাথে যোগস্থাপণ করতে সক্ষম ।

ভূত নিয়ে ওর উৎসাহ ছিলই , বরাবর । এবার জোরকদমে নেমে পড়ে রহস্যময় এই জগতের সন্ধানে ।

তারপর রায়ানের সাথে আলাপ, পরিণয় আর ভূত সংস্থার শিলান্যাস !

পুণায় অনেক ভৌতিক স্থান আছে । শনিওয়ার-ওড়া একটি বিশেষ প্রেত-স্থান । সিংহগড় দূর্গেও দেখা মেলে । আরো অনেক আছে । লোনাভালায় একটি হন্টেড হোটেল আছে । রাজ কিরণ হোটেল । সেখানে নাকি কিছু ঘরে ; শুয়ে থাকলে ভৌতিক জিনিস টের

পাওয়া যায় । অনেকে ঈষৎ উন্মাদ হয়ে বেরিয়েছে ওখান থেকে । এইসব দেখেশুনে তিরাপ ও রায়ান কোহেন ঘাঁটি গেড়েছে পুণায় ।

সংস্থার নাম ডাস্ক । সোজা ভাষায় গোধূলি ।

এই সময় তেনারা ঘুম থেকে উঠে বসেন ।

শুরু হয় প্যারানর্মাল কান্ড কারখানা । মিডিয়াম ও সাইকিকদের মহার্ঘ্য কাল এই গোধূলি । অনেক সাইকিক অ্যাটাকও হয় এই ক্ষণে । অর্থাৎ অন্যভুবন থেকে এসে মিডিয়ামদের আক্রমণ করে ।

রায়ান মজা করে বলে : এইসব ভূতেরা অ্যামেরিকান । কারণ ভারতে যখন সবাই ঘুমায় তখন ওরা কাজে নামে ।

রায়ান ভারতে এসে, হর্ণবিল উৎসব দেখতে যায় উত্তরপূর্ব ভারতে । যাকে বলা হয় 'Festival of Festivals'.

লোক সংস্কৃতির এই মহোৎসব খুবই ভালোলাগে তার ।

তবে একটি আজব ভৌতিক ব্রিজের দেখা পায় ।

এই এলাকায় একটি বড় ব্রিজ আছে সেখানে নাকি রাতে সব প্রেতেরা ঘোরে । কেউ হুশ্ করে উড়ে যায় সাইকেলে । কেউ ব্রিজের নিচে জলে বসে থাকে । কেউ আশেপাশে ঘোরে যদি ব্রিজে মানুষ দেখে । কেউবা শিস্ দিয়ে চলে যায় । ওরা পাশে এলে শরীর ভারী হয়ে যায় । গা ছমছম করে ওঠে ।

দিনের বেলায় ব্রিজ একদম স্বাভাবিক । লোকাল মানুষ এই ঘটনা নিয়ে সোচ্চার হয়না । টুরিস্টদের আসা বন্ধ হবে তাতে । এছাড়া এখানে একটি মুন্ডুহীন শিশু ঘুরে বেড়ায় এবং লোকের পাশে এসে- তাকে তারই হাঁড়ির খবর দিতে শুরু করে । এমন এমন জিনিস বলে যা বহিরজগতের কারো পক্ষেই জানা সম্ভব নয় ।

কে চাকরাণীকে অন্ত:সত্ত্বা করেছে ,কে ঘুষ দিয়ে ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে , কে টয়লেটে বসে কী করে এইসব ।

একজনকে বলেছে : তোমার সেবার অপারেশান হলনা ? তখন ওরা পেট কেটে কী একটা বার করলো । গ্যাল গ্যাল করে রক্ত বার হচ্ছিলো । তারপর জানো তো সেই জিনিসটা পেটে না ঢুকিয়েই সেলাই করে দিলো ।

সত্যি তো ! পথিক ভাবে , আমার তো পেটে এরকম একটা সার্জারি হয়েছে । সেখানে একটি রোগাক্রান্ত অর্গ্যান কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে !

শিশুটি কে কেউ জানে না । রায়ান অনেক খবর নিয়ে বার করতে পেরেছে যে এই ছেলেটি বিশেষ ক্ষমতাধারী ছিলো । কিন্তু ওর মা ওকে জন্মের আগেই অ্যাবর্ট করে দেয় তা ওর বয়স তখন প্রায় গর্ভে -আট মাস । মা ছিলো ফেমিনিস্ট আর বাই-সেক্সুয়াল । ওর বাবা একা মায়ের দৈহিক ক্ষুধা মেটাতে সক্ষম ছিলো না । মায়ের একজন পুরুষের সাথে একজন নারীও লাগতো ।

এক গার্লফ্রেন্ড জুটে গেলে ওর বাবাকে ত্যাগ করে । তখন ও ওর মায়ের গর্ভে । ওকে ছেঁটে ফেলে দেয় । পেটে খুব জোরে আঘাত করায় বাচ্চার মাথায় চোট

লেগে মারা যায় । পেট কেটে শিশুকে বার করতে হয় । মা অবশ্য ভাগ্য জোরে বেঁচে ওঠে । ঐ দেশে এইধরণের পৈশাচিক আচরণ আইন সম্মত হওয়ায় মায়ের জেল হয়না । দেশের প্রেসিডেন্ট একজন ফেমিনিস্ট । কাজেই সন্তান যেকোনো সময়ই মেয়েরা অ্যাবর্ট করাতে সক্ষম বলেই উনি মনে করেন । তাই আইনও নিরূপায় ।

কিন্তু এই শিশুটি এইদেশে কেন ?

আসলে স্পিরিটরা তো সময় ও স্থানকে ভেদ করে যেতে পারে । হয়ত তাই ।

আবার অন্য স্থানে গোয়েন্দা ভূতের দেখা মিলেছে ।

তার সম্বল একটি জাদু পেন্সিল । সেই পেন্সিল দিয়ে লেখা শুরু করলেই মানুষের সমস্ত অপরাধের ডাইরি লেখা হয়ে যায় নিজে থেকে । গোয়েন্দা এই কারণে এলাকায় প্রসিদ্ধ । নিছক হিংসার বশে একদিন খুন হয় এক সহকর্মীর হাতে । তবে সেটা নাকি পেন্সিল বলে দিয়েছিলো । তাই গোয়েন্দা বাবু শেষ অঙ্কে বলতো : আরে আমি কোথায় যাবো ? কোথায় যেতে পারি ?

এখানেই ছিলাম , আছি আর থাকবো ।

তার কথাই সত্য । আজও দেখা দেয় গোয়েন্দা । আর

এইসব ঘটনাই ওদের আরো ঠেলে দেয় প্যারানর্ম্যালের দিকে ।

তিরাপ তো কতনা আজব কান্ডের সাক্ষী ।

প্রেত শব্দটা কৈশোর থেকেই আকর্ষণ করে । মানুষ মরে কোথায় যায় ? এত প্রেম, ভালোবাসা, স্নেহ সমস্ত শেষ হয়ে যায় মোমশিখা দপ্ করে নিভে যাবার মত ? কেন লোকেরা আদি অনন্তকাল থেকে ভূতের দেখা পায় ? সবাই মিথ্যেবাদী এমন কি বলা যায় ?

হোয়াইট হাউজে আব্রাহাম লিঙ্কনের প্রেতাত্মা দেখেছেন স্বয়ং চার্চিল এবং অনেক বড় নেতা যাদের বিশ্ব জোড়া নাম ! সবাই ভুল দেখেছেন ?

কাজেই এরকম প্রেত গবেষকের কাজ পেয়ে মহা আনন্দে আছে তিরাপ । সাহসী কিন্তু মিষ্টি মেয়ে ।

ও তো নিজে অনেক ভয়াল স্থানে ঘুরেছে !

সেই যে সেই অট্টালিকা যা এখন হোটেল , সেখানে রাতের বেলায় আবাসিকদের কারো কারো ঘরে দেখা যায় এক ন্যুড মেয়ে । সে ক্লান্ত পথিককে তার বেডরুমে সিডিউস্ করছে । তারপর যদি সেই মেয়ের সাথে শোও তাহলেই তুমি খতম্ । মেয়েটি অপরূপা ।

আসলে সে নাকি ছিলো এই অঞ্চলের উড-বি রাণী মানে যুবরাণী । তাকে তার শ্বশুর মহাশয় ; শিরচ্ছেদ করে শাস্তি দেন পরকিয়ার জন্য । এই অট্টালিকা এক পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদ । এখন হোটেলে পরিণত করেছে সরকার ।

আবার সমুদ্রনীলের কিনারায় কারা যেন আলোর নৌকোতে ভেসে বেড়ায় । হেল্প হেল্প করে চীৎকার করে । বাঁচাতে গেলেই চোরাবালিতে ডুবে প্রাণ যায় ।

কিংবা রহস্যময় বান্টি । এক গ্রামের ধারে তাকে প্রায়ই দেখা যায় একটি জ্বলন্ত গাড়িতে বসে চীৎকার করছে !

কাছে গেলে কিছু দেখা যায়না । পুলিশ এখন ওদিকে যেতে বারণ করে, সন্ধ্যার পরে । কারণ অনেক চালক পথভ্রষ্ট হয়েছে ।

আবার সজনেডিহির তসলিমা ।

সে হঠাৎ করে পথের মাঝে এসে দাঁড়ায় । তাকে দেখলেই মৃত্যু । কারণ পেছনের সীটে এসে বসে জাঁকিয়ে । ততক্ষণাৎ গাড়িটি কন্ট্রোল হারায় আর ধাক্কা দেয় পাশের মহীরুহতে ।

শোভার মায়ের গল্পও অনবদ্য । মিস্টার পালের হোটেল আছে হিমালয়ে । সেখানে রাতে দেখা যায়

শোভার মা ঘুরছে । কোনো গেস্ট যদি তাকে ফলো করে তাহলে পৌঁছায় গিয়ে একদম ওপরতলার একটি বড় ঘরে । সেখানে ঢুকলেই দরজা নিজে থেকে বন্ধ হয় । তারপর চারিদিকে লেলিহান আগুনের শিখা ।

ধোঁয়া আর দমবন্ধ করা গ্যাস । মানুষ পালিয়ে আসার চেষ্টা করলেও মারা যায় । আসলে ভদ্রমহিলা এই ঘরে ঐভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন । সেই স্পর্শ দেন গেস্টদের- যারা ওর পিছু ধাওয়া করে ।

এগুলি সব তিরাপ ও রায়ানের কাছে সত্য । জীবন্ত । কেবল ভূতের গল্প নয় ।

শ্মশানে প্রেত দেখেছে । দেখেছে কবরখানায় । নিজ মুন্ডু হাতে নিয়ে ঘুরছে কেউ । কেউবা সাহায্য চাইছে নিজ মৃত্যু রহস্য ভেদ করার জন্য ।

এগুলি দেখে দেখে তিরাপ এখন একদম সিওর যে মরণের পরে আমাদের অস্তিত্ব থাকে । আমরা ওখান থেকেই আসি আবার চলে যাই । কেন আসি তাও জানে । হয়ত বাসনা আর কর্মের যুগলবন্দী !

বহু ভৌতিক জায়গায় ওরা আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করেছে । তাপমাত্রা কেন কমে যাচ্ছে , কেন হাড় হিম হয়ে যাচ্ছে অথবা ভাইব্রেশানে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে কিনা । নানান জায়গায় যদিও এগুলির তারতম্য দেখা গেছে কিংবা বিশেষ ক্যামেরায় অশরীরির ছবি উঠেছে কিন্তু প্রেতেরা ছায়ামানুষ হয়েই থেকে গেছে । তাদের হাতের মুঠোয় ধরা যায়নি ।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে, ওকে এসে প্রেতেরা নানান সংবাদ দিয়েছে অথবা ওদের জন্য পুজোপাঠ করে, ওদেরকে মুক্তি দিতে অনুরোধ করেছে ।

তিরাপ সেগুলো করেছে । ওরা বলেছে : **আমরা যেটার ভেতরে ছিলাম সেটা তো নেই কিন্তু বায়বীয় সত্ত্বা রয়ে গেছে ।** তারই শান্তি কামনায় এই আবদার নিয়ে এসেছে তাদের কাছে যারা এখনও ওটার ভেতরে (খোলস) আছে । মানে দেহ ।

তিরাপের যেন ধীরে ধীরে মনে হতে থাকে যে ও এইসব প্রেতেদেরই একজন । স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গ আর তেমন ভালোলাগেনা । নিঝুমবকম্ পাহাড়ের শিখরে উঠলে যে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়

সেখানেও ওরা গেছে । তিরাপ ভেবেছে যে আত্মহত্যা করবে । ওকে এক আর্মি অফিসার বাঁচান ।

ঐ পাহাড়ে আগে পাহাড়িদের কবর দেওয়া হত । এখন ওখানে সুন্দর বাগিচা । কফিনগুলো পাহাড়ের গায়ে ঝুলতো অনেকটা বাস্কেটের মতন । সেগুলি খুলে এখন ওখানে বাগান ফেঁদেছে লোকাল নেতারা ।

কিন্তু এই আজব শিখরে উঠলে আজও লোকের মৃত্যু বরণ করতে ইচ্ছে হয় ।

ক্রমাগত মনে হয় : মরবো তো একদিন বটেই তাহলে আজকেই নয় কেন ?

ওখানে প্রেতেরা যেন তিরাপকে বলেছে : এসো , কাছে এসো । দেখো এদিকেও আছে জীবন ! মরণের পরেই শেষ নয় বিচ্ছুরণ !

রায়ান অবশ্যি বলেছে যে ওর সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো উচিৎ । হয়ত ডিপ্রেশানে ধরেছে । নাহলে কেন হঠাৎ এইরকম আত্মহত্যার ইচ্ছে হবে ?

রায়ান এগুলো করে , প্রেতের গবেষক ; কিন্তু মনে প্রাণে হয়ত বিশ্বাস করেনা । নিছক কৌতুহল আরকি !

ও কিন্তু তিরাপের মতন প্রেতেদের একজন হয়নি আজও । প্রেতেরা ওকে নিজেদের কষ্ট বোঝায় না ।

তিরাপের যেমন কয়েকবার দেহে অসম্ভব জ্বালা দেখা গেছে । চিকিৎসক কোনো কিছু ধরতে পারেনি ।

পরে জানতে পেরেছে যে আগের দিন একটি হন্টেড বাড়িতে গিয়েছিলো, সেখানকার বাড়িওয়ালি প্রচন্ড যন্ত্রণা পেয়ে মারা গেছেন কর্কট রোগে ।

সেই জ্বালাই যেন তীব্র বেগে ধেয়ে আসে তিরাপের দেহে । আবার এক লরি ড্রাইভার একটি সুড়ঙ্গে ; এক বৃদ্ধাকে একা দেখে লিফট্ দেয় । সুড়ঙ্গ শেষ হলে দেখে পাশের সিটে কেউ নেই । পরে জানা যায় যে আরো অনেক লরি ড্রাইভার এই বৃদ্ধাকে দেখেছে ।

তখন সেই প্রথম ড্রাইভার একটি পদ্য লেখে এই ঘটনা নিয়ে । আসলে ঐ ড্রাইভার বি-এ পাশ করে লরি চালক হয়েছিলো । পেটের দায়ে ।

সেই লরি চালকের সাথে যোগাযোগ করে তিরাপ ও রায়ান ঐ পথে ভ্রমণ করে । যথারীতি সেই বৃদ্ধার দেখা মেলে । ড্রাইভারের পাশের দুটি সীটেই লোক বসে আছে দেখে বুড়ি বলে ওঠে : আমি পেছনে মালপত্রের ওপরে উঠে বসে চলে যাবো ।

এত বয়স্ক একজন সুড়ুৎ করে উঠে বসে লরির ওপরে । কোনো সিঁড়ি ছাড়াই ! তারপর রায়ান না বুঝলেও , তিরাপের গায়ে কেউ যেন বেতের বাড়ি দিতে থাকে ।

বুড়ি যখন অদৃশ্য হয় তখন চাবুক থেমে যায় । আলোতে এসে দেখা যায় যে সারাদেহে দাগ হয়ে গেছে তার ।

কাজেই তিরাপের মনে হয় যে ও আসলে একটু একটু করে অলৌকিক জগতের বাসিন্দা হয়ে যাচ্ছে !

তা নাহলে রায়ান যা বোঝে না ও সেগুলো বুঝে যায় কী করে ?

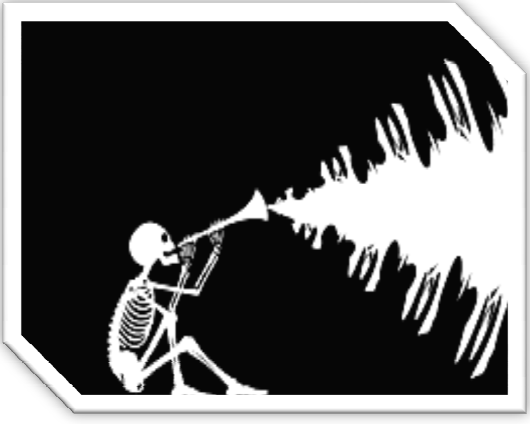

আসলে শরীর চলে গেলেও অভিজ্ঞতা গুলো থেকে যায় । সুক্ষ্ম পর্যায়ে । কেউ এগিয়ে যায় প্রেতলোকে কেউবা একই এক্সপেরিয়েন্স বারবার রিপিট করতে থাকে এই দুনিয়াতে বসে ।

কেউ মিডিয়ামদের সন্ধানে থাকে । পেলেই নিজের শোক দু:খ জানাতে চায় । কায়াহীনের কান্না ধরা দেয় মিডিয়ামের স্বরে ।

রায়ানের এক মৃত আত্মীয় ; যে পুরুষ , তার কন্ঠস্বর বার হয়েছে তিরাপের গলা দিয়ে । তিরাপ মিডিয়াম নয় । কিন্তু তবুও ও বায়বীয় দেহের স্পর্শ পায় ।

গন্ধ পায় । স্বাদ পায় । অতীন্দ্রিয় পত্রিকায় ও নিয়মিত লেখে । পশু প্রেতের কথাও লেখে । সারমেয় যেমন বহু ক্ষেত্রেই মালিকের সাথেই থাকে । দেহ গেলেও !

উপকারও করে তারা । পাহারাও দেয় ।

এরকম অনেক নজির আছে । আর আশ্চর্য হল যে লোকে ওর কথা খুব বিশ্বাস করে । অন্যদের এমনকি রায়ানের কথাও অনেক সময় লোকে মানে না ।

ভাবে গল্প বলছে । কিন্তু তিরাপের কথা যেন প্রেত চেতনার নিজ মুখ থেকে শোনা উপাখ্যান !

হয়ত এইজন্যই আজকাল তিরাপের মনে হয় যে ও দেহযুক্ত হলেও আসলে প্রেতলোকের বাসিন্দা ।

সবসময় তাই যেন একা থাকে । বিড়বিড় করে ।

স্বামীকে সঙ্গ দেয়না । সেক্স লাইফ জিরোতে ।

কোনো এনজয়মেন্ট নেই । আনন্দ লহরী নেই ওর মনে । যেন কোনো ই-টিকে এনে বন্দিনী করে রেখেছে কেউ । মাছের ডাঙায় ওঠার মতন ব্যাপার । কেবল খাবি খাচ্ছে , অপেক্ষা করে আছে দমবন্ধ হয়ে আসার ।

রায়ান এই পরিবতর্ন লক্ষ্য করেই ওকে মানসিক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে বলে ।

কিন্তু তিরাপ জানে যে ও উন্মাদ নয় । সুস্থ । শুধু ও আর এই জগতের কেউ নয় ।

ভালুকপং, নাগাল্যান্ড আর তেমন ভালোলাগে না ।

মন্দ লাগে পুণার দূর্বার দূর্গগুলি । মস্তানি মহলে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে । আগুনে ঝাঁপ দিতে মন চায় ।

স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ । কোনো লুকানো মৃত্যুবাণ নয় !

নিজের ইচ্ছেয় চলে যাওয়া ওপাড়ে । যেখানে আছে অন্য মাধুর্য্য । অন্যভুবনের হাতছানি ।

ওদের নগর ওদের মতন । আমাদের মতন কেঠো নয় কাঠবাড়ি । জগৎ রহস্যময় হলেও তিরাপের মনে হয় যে আআলোক ওর কাছে বাস্তব ও জীবন্ত । ওখানে কোনো রহস্য নেই । যা কিছু লুকোচুরি তা এখানেই ।

এখানেই ঈর্ষা , রাগ , লোভ । ওদিকটা স্বচ্ছ আর অবিনশ্বর । ওরা থাকে ওধারে কিন্তু ওদের মন আয়নার মতন । ওরা কুটিল নয় । নাহলে অপরিচিত মানুষকে নিজের জীবনখাতা খুলে ; পড়ে শোনায় কেউ ??

অনেক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে তিরাপ ও রায়ান কোহেন । কিন্তু প্রেতআরা কেবল তিরাপকেই নিজেদের ভেবেছে । রায়ানকে নয় । ওকে কয়েকবার ওরা আক্রমণ করেছে । মেরে ফেলার জন্য ।

ফাইনাইট , ইনফাইনাইটকে ভয় পায় কাজেই রায়ান একটু দমেও গেছে তবুও তিরাপের মোহের কারণে এই কাজ বন্ধ করতে পারেনি ।

একটি মেন্টাল অ্যাসাইলামে ওরা গিয়েছিলো কিছু বছর আগে । সেখানে অমাবস্যা রাতে আক্রান্ত হয় রায়ান ।

পরিত্যক্ত এই দালান চত্বরে কোথা থেকে যেন টপ্‌টপ্‌ করে তাজা রক্ত এসে পড়তে থাকে । পুরো বাগান ও উঠোন লালে লাল । তিরাপ মজা করে বলে ওঠে : কমিউনিস্ট ভূত গো !

রায়ান বলে : আরে না না, ভূতেদের মধ্যেও উঁচু নিচু আছে । যেমন মামদো ভূত , পিশাচ , ডাকিনী , গো ভূত !

হ্যাঁ-- একবার একটি কুকুর ভূতের দেখা পেয়েছিলো ওরা । পশুরা তো গুছিয়ে কথা বলতে জানেনা কাজেই ওরা কোনক্রমে কমিউনিকেট করে ফেলে । যেমন ঐ সারমেয় বলে : আমি ওদিকে হ্যাঁ যাবো !

কিংবা : আমি এগুলি না খাবো ! আমি মাংস হ্যাঁ খেতে চাই ।

আবার কোনো জিনিস জানে কিনা জিজ্ঞেস করলে বলতো : আমি সেটা না হ্যাঁ জানি ।

অর্থাৎ হ্যাঁ জানি ব্যাপারটা না মানে নেগেটিভ ।

আর সেখানে ও সেটায় গোলমাল করে ফেলতো কুকুর প্রেত । সে একটি ইস্কুলে ছিলো । তার মণিবের মেয়ে রেলগাড়ি চাপা পড়ে নিহত হয় । মেয়েটি নিয়মিত ইস্কুলে হানা দেয় । সেখানে মেঘলা দিনে ও অমানিশায় বহু মানুষ ওকে দেখেছে স্কুলের পোশাকে ।

হাতে একটি চেন আর তাতে ঐ সারমেয় যুক্ত । সারমেয়টি শোকে দেহ রাখে । অভুক্ত থেকে থেকে ।

তার আগে রোজ, নিয়ম করে বিকেলে স্টেশানে গিয়ে অপেক্ষা করতো মেয়েটির জন্য । স্টেশান বাড়ির কাছেই ছিলো ।

মেয়েটি ওকে খুব ভালোবাসতো । পাগানিনি নামে ডাকতো । মালকিন শোকে দেহ রাখা পাগানিনি ও মালকিন রক্তিমা মালহোত্রা এই বিদ্যালয় চত্বরে ঘুরে বেড়ায় । কারো ক্ষতি করেনা । তবে কেউ চিটিং করলে মাথায় চাটি খায় অদৃশ্য হাতের ।

আরেক কলেজে একবার এক দিদিমণি খুন হন ।

লাশ থেকে চুইয়ে পড়ে রক্ত । সেই রক্তে ভেসে যায় কলেজ বাড়ি । খুনের কারণ নেই কিন্তু । এক বহু পুরাতন কর্মী , প্রায় বৃদ্ধ -একদিন এসে মহিলাকে মাথায় লোহার রড মেরে খুন করে নেতিয়ে পড়ে । খুনের কোনই মোটিভ নেই । লোকটি আপাতঃ দৃষ্টিতে নিরীহ । সহজ সরল মানুষ ছিলো ।

পরে জানা যায় যে ঐ কলেজ প্রাঙ্গনে কিছু লোক , গাঢ় সন্ধ্যায় নানান তন্ত্র মন্ত্র করতো ।

সেই গুহ্য বিদ্যা , নষ্ট হাতে পড়ে হয়ে ওঠে ভয়াল ।

ডার্ক স্পিরিট এসে লোকের ওপরে ভড় করে ।

তারপর মোটিভ বিহীণ খুন খারাপি হতে আরম্ভ করে ।

বুড়ো কর্মী যেহেতু নেতিয়ে পড়ে তাই বুঝি তদন্ত শুরু হয় অন্য অ্যাঙ্গেলে । তাকে সাইকো বলাও যায়না । ট্র্যাক রেকর্ড খুবই ভালো । কাজে কাজেই ।

প্রেত কেবল সাধারণ নয় , ডার্ক অর্থাৎ নেগেটিভও হয় । তারাই পিশাচ , ডাকিনী ইত্যাদি ।

লোকের ক্ষতি করাই ওদের উদ্দেশ্য । অনেক প্রেত এলাকায় ওরা সক্রিয় । ওদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় । ওরা অসম্ভব ভয়ানক । দেহের রক্ত শুষে নেয় , মানুষ রক্তহীন হয়ে মারা যায় । তিরাপের মনে হয় এই যে ইদানিং এত যুবক ও কিশোর নেহাৎ-ই খেলার ছলে বিভিন্ন প্রেত গহ্বরে গিয়ে ঘোস্ট হান্টিং করছে তারা অজান্তে ভয়ানক বিপদের মুখে পড়ে যাচ্ছে ।

কেউ কেউ তো মারাও গেছে । তবুও ইনফাইনাইটের রহস্যভেদ করার নেশায় ছুটে চলেছে অনেক টাট্‌কা প্রাণ , ফলাফলের ভয়াবহতার কথা না ভেবেই ।

একটি মেয়েকে গুন্ডারা ধর্ষণ করে । তারপর সে আত্মহত্যা করে । যেই বাগানে ধর্ষিত হয় মেয়েটি তার পাশে সরু পথ । হরেক রকম পুষ্পের মেলা সেই

বাগানে । কেউ ভুল করে যদি রাতে ওখানে যায় তাহলে চাঁদ শিখায় দেখা যায় যে একটি যুবতীকে কারা রেপ করছে । মেয়েটি চীৎকার করছে । লোকে ওকে বাঁচাতে যায় । কিন্তু কাছে গেলে আর কিছুই দেখা যায়না । শুধু কোথা থেকে গায়ে ও হাতে এসে পড়ে কয়েক ফোঁটা চোখের জল ।

যে নেগেটিভ ইমোশান্স্ নিয়ে সে এই দুনিয়া ছেড়ে গেছে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে নিজের দু:খ লাঘব করার চেষ্টা করছে । জায়গাটি আসামের দিকে । তাই তিরাপ করলো কি, কামাখ্যা থেকে তান্ত্রিক এনে ওখানে পুজো করায় । মেয়েটি মুক্তি পেয়ে যায় । আর এই দৃশ্য দেখা যায়নি । **যোনি খুন হওয়া মেয়েটি প্রেতযোনিতে হয়ত এখন সুখেই আছে !**

শুধু মানুষের শোকতাপ আছে আর কারো নেই এরকম তো নয় । কায়াহীনদের কষ্ট আরো বেশি । কারণ ওদের কাহিনী শোনার মতন উদার ও মায়াবী মন খুব কম মানবসন্তানেরই থাকে । যা আমাদের সবার ভবিষ্যৎ তাকে আমরা প্রতি মূহুর্তেই অস্বীকার করি ।

আমরা সবাই প্রেত হবো আর প্রেতযোনিতে যাবো এই চরম সত্যের মুখোমুখি হতে আমরা ভয় পাই ।

আমাদের ঢাল হল আমাদের অতি ক্ষুদ্র ইগো ।

যাকে ফুলিয়ে, ফাঁপিয়ে নিয়ে আমরা নিজেদের সব্বজান্তা ও অমর ভেবে বসি ।

তিরাপের কাছে এসে ওরা কাঁদে, মনোবেদনা জানায় । তাই বুঝি তিরাপের মনে হয় যে ও আদতে প্রেতলোকের বাসিন্দা কিন্তু সময়ের বুননে এখানে আছে ।

স্পিরিটদের টাইম সেন্স নেই । হয়ত ওদের দুনিয়াতে ; সেই প্যারানর্মাল ডায়মেনশানে, বায়োলজিক্যাল ক্লক খুবই আস্তে চলে ! কে জানে ?

তিরাপের সন্ধ্যাগুলো অবসন্ন । অবসাদে ভরা ।

ঘোস্ট হান্টিং করতে যায় কিন্তু মনে হয় আর ফিরবে না । ওদের জগতে চলে যাবে । আর ওদের যেহেতু দেহ নেই তাই রোগ-ব্যাধি নেই । ওদের দুনিয়াতে নোংরা আর আবর্জনা নেই । নেই পোকামাকড় । ওদের , আমাদের মতন রোজ খাবার কথা চিন্তা করতে হয়না । ওরা মনে মনে খেতে পারে ।

যেহেতু ওরা চিন্তাজগতের বাসিন্দা তাই শুধু চিন্তা করেই ওরা পেট ভরাতে পারে । **ইট জাস্ট হ্যাপেন্স্।**

ওদের শরীরের নানান নাম থাকলেও তিরাপের ভালোলাগে **কারণ শরীর** নামখানি । শুধু একটি কারণে এই দেহ, বজায় রাখে স্পিরিট । তাহল ডিজায়ার । বিভিন্ন ইচ্ছে । বাসনা । কামনা ।

তাই হয়ত কারণ শরীর নাম ।

অনেক গ্রামীণ প্রেতালয়ে তো গেছে তিরাপ । সেখানে শুনেছে **শবর মন্ত্রের** কথা । সাধু গোরক্ষনাথ এই মন্ত্র উদ্ধার করে মানব সভ্যতাকে প্রদান করেন । এই মন্ত্র যে কেউ, যে কোনো অবস্থাতে জপ করতে সক্ষম ।

মন্ত্রগুলি এতই পোটেন্ট যে ইন্সট্যান্ট ফল পাওয়া যায় । গ্রামের অশিক্ষিত, মূর্খ মানুষ এইসব জপ করে নানান বিপদ আপদের হাত থেকে রক্ষা পায় ।

অনেক সময় পিশাচ ও ডাকিনীবিদ্যার মোকাবিলা করতে সক্ষম হয় ।

একটি বিশেষ মন্ত্র আছে যা ওর কাজে লেগেছিলো রায়ান কোহেনকে পিশাচের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য।

Om hrim srim gom, Hum phat svaha—

মন্ত্রটা আরো বড় । ও শুধু একটি লাইন বলতেই রায়ানের দেহ ছেড়ে পালায় ডার্ক স্পিরিট ।

তার আগে ভূতুড়ে ঐ পরিত্যক্ত কারখানাতে, যেখানে ৫০০ শ্রমিককে পুড়িয়ে মারে ওদের শয়তান, বত্তমিজ্ মালিক --ফ্যাক্টরিতে কম্পিউটার বসানোর জন্য সেখানে রায়ান সবার সামনে মানে ঘোস্ট ট্যুরের কর্মীদের সামনে, মাটিতে শুয়ে কুকুরের মতন মুখ দিয়ে শব্দ করছিলো ও চার পায়ে হাঁটার চেষ্টা করছিলো । সমানে লালা নিঃসরণ হচ্ছিলো যা কিনা মেঝে স্পর্শ করতেই হয়ে যাচ্ছিলো লাল তাজা রক্ত কণিকা । সেই সময় এই শবর মন্ত্র দিয়েই জীবন

ফিরিয়ে দেয় নিজ স্বামীর , তিরাপ । নেশায় ও পেশায় প্রেত গবেষক !

শুনলে অবাক হতে হয় যে এই মন্ত্রও ওকে কেউ ওর পেছনে দাঁড়িয়ে , ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলে দেয় !

----Om hrim srim gom, Hum phat svaha--

এইভাবে ক্রমশ প্রেতেদের একজন হয়ে ওঠা তিরাপ আর পারেনা প্রেমাস্পদদের ছেড়ে থাকতে ।

শেষদিকে সে একা একা বসে কাদের সাথে যেন কথা বলতো । তাদের অবয়ব দেখা গেলেও পা থাকতো মাটির ওপরে । ওরা ভাসমান সত্ত্বা । কেউ মানুষকে ভেদ করে চলে যেতো । কেউ কাছে এলেই মনে হত হঠাৎ সাইবেরিয়ায় পৌঁছে গেছি ।

কেউ আসতো মানবী সেজে । সামনে এসে মুখটা দেখালেই দেখা যেতো যে একটি সম্পূর্ণ মুখে অনেক গর্ত । চোখ ও নাক বিশেষ করে । ঠোঁটদুটি কমলালেবুর কোয়ার মতন ঈষৎ লালাভ ।

সাধারণ মানুষ এইসব দেখলেও তিরাপের কাছে ওরা একান্ত আপনজন । ওদের ছেড়ে ও আর থাকার কথা ভাবতে পারেনা । ও আর এই দুনিয়ার কেউ নয় ।

মানুষ দেখলেই গা গুলিয়ে ওঠে । ভেতরে জবরজং সমস্ত অর্গ্যান আছে ভেবে । টয়লেটে যায় মানুষ ।

সেক্স করে । এগুলি খুবই দূষিত বস্তু । ও জৈব হতে চায়না আর । অজৈবই ওকে আকর্ষণ করে ।

ভাবে আত্মহত্যা করবে । যখন প্রেতজগতে যায় অ্যাস্ট্রাল ট্রাভেল করে , ধ্যানের মাধ্যমে তখন ওখানেই থেকে যেতে চায় । যেই সুক্ষ্ম রূপার তার বা সিলভার কর্ড দিয়ে পার্থিব শরীরের সাথে যুক্ত থাকে তাকে ছিন্ন করে ফেলতে চায় চিরতরে । কিন্তু প্রেতেরা বাধা দেয় । বলে : স্বাভাবিক নিয়মে আসাই ভালো ।

কিন্তু সে আরো কতকাল ? মৃত্যু তো কারো হাতে নয় ! বিধাতাই সেটা ঠিক করেন ।

রায়ানের সঙ্গ অসহ্য লাগে । ও নিয়মিত টয়লেটে যায় । সেক্স করতে চায় ! যত্তসব ন্যাস্টি জিনিস ।

মহুয়ার নেশায় মত্ত মানুষের মতন সবসময় কেমন ঝিমিয়ে থাকে আজকাল তিরাপ ।

কেউ কেউ বলে যে ওকে ভূতে ধরেছে । কিন্তু ও মনে প্রাণে ভূত হয়ে যেতেই চায় । শুধু নর্মাল ডেথ যদি আসতো এখন । আচ্ছা, কত লোক তো আছে যারা মরতে চায়না কিন্তু মরে যায় । আর ও মনেপ্রাণে মরতেই চায় । কিন্তু মারা যাচ্ছেনা । কেন প্রকৃতির এই অবিচার ? ওর প্রাণটা ও স্বেচ্ছায় দিয়ে দিতে চায় । কেন যমরাজ নিচ্ছেন না ? যমদূত নাকি অ্যাসহোল ওরা ? **কবে যমরাজের সুমতি হবে কেউ জানে ?**

ভারতে অনেক উপজাতির মধ্যে একটি আজব প্রথা আছে । সেটা হল কোনো মেয়ে যদি কুশ্রী হয় তাহলে মনে করা হয় যে তাকে প্রেত, স্পর্শ করেছে । অর্থাৎ সোজা ভাষায় ভূতে ধরেছে । যদি কোনো রূপসী নিজ ইচ্ছায় এক গহীন বনে গিয়ে নিজেকে প্রেতছায়ার কাছে সমর্পণ করে তাহলে কুৎসিত মেয়েটি মুক্তি পায় । আর রূপবতীকে প্রেত, কব্জায় নিয়ে নেয় । তবে তাকেও ওরকম ভূতের মতন দেখতে হয়ে যায় কিনা সেটা কেউ দেখেনি কারণ সেই সুন্দরী আর জীবিত থাকেনা । মানে লজিক হল কুশ্রীকে নিয়ে এখানেই থাকো আর সুন্দরী পেলে তাকে নিয়ে পগার পার হয়ে যাও !

সুন্দরী বৌ বাসায় থাকলে, বাড়িতে ঢিল পড়ার ভয়ে অনেকে সাধারণ মেয়েদের বিয়ে করেন কিন্তু ভূতের তো আর সেইসব সমস্যা নেই । ভূত ঢিল খায়না , ঢিল মারে । কয়েক ঘা দিয়ে দেবে- বেশি বিরক্ত করলে ।

যেমন একবার তিরাপের খুব শরীর ভারী হয়ে যায় এক ভূতুড়ে ঘরে গিয়ে । ও প্রেতকে জিজ্ঞেস করে ওঠে : তুমি কোথায় ? এখানে এসে বসেছো নাকি ?

প্রেত বলে ওঠে : আমি এক ছোট কুকুর । আমি তোমার পাশ দিয়ে তখন যাচ্ছিলাম । আমি **না** বসেছিলাম ।

অনেক স্পিরিট মানুষের থট্ প্রসেসে থাবা বসায় । তখনই বলে যে স্পিরিট পসেজ্ করেছে । অনেক সময় একের বেশি আত্মা পসেজ্ করে । মানুষের পার্সোন্যালিটি বদলে যায় ।

প্যারানর্মাল । অকাল্ট । গুহ্যবিদ্যা । সুপার ন্যাচারাল । মেটাফিজিক্যাল । যাই বলো ।

ওদিকে ভয় আছে , রহস্য আছে , ভন্ডামি আছে আর আছে পদে পদে বিপদ । কিন্তু একে অস্বীকার করার আর উপায় নেই তিরাপ ও রায়ান কোহেনের ।

ছোট ছোট দল তৈরি করে যারা ভূত দর্শনে যায় নিছক অ্যাডভেঞ্চারের লোভে, তাদের খুব ডিস্কারেজ করে এখন রায়ান ।

বলে : **যা পর্দায় ঢাকা তা ঢাকা থাকাই ভালো ।ঢাকারও একটা সৌন্দর্য্য আছে ।**

সায়েন্স যেমন তেজস্ক্রিয়তা এনেছে । এখন তার মাশুল দিচ্ছে মানব সমাজ ; সেরকম প্রেতকূল পরশের মাশুল দিচ্ছে রায়ান কোহেন নিজে । **পত্নীকে, পেত্নীতে রূপান্তরিত হতে দেখে ।**

রহস্য থাক্ । মিস্ট্রি আছে বলেই জগৎ মধুময় ।

সব খুল্লম্ খুল্লা হয়ে গেলে ভালোলাগবে ?

ভালোলাগবে প্রমাণ পেলে যে এখন যেই দুনিয়াতে সব রস , রঙ শোষণ করছো তাকেই মৃত্যুর পরে ডেস্ট্রয় করে দিতে হবে চূড়ান্ত ভাবে ?

রূঢ় প্রেত-সত্য নাই বা জানা গেলো । মায়া ও ছায়া জগতে কেন পা বাড়ানো ? দেহ থাকতে ?

এই জগৎই কি যথেষ্ট নয় এই জীবনের জন্য ? কন্নড় ভাষায় বলা যায় (রায়ান সম্প্রতি শিখেছে) : :

তুম্বা এনজয় মাডি ! (এনজয় করো)

সময় মতন সবাই এসে গেছে । একটি পাহাড়ের উপত্যকায় মাত্র পঞ্চাশটি ঘর নিয়ে ক্ষুদ্র জনপদ। একটি ছোট প্যাগোডা আকারের উপাসনা গৃহ । বহু গৃহপালিত পশু । চমরি গাই ও মেষকূল । সেখানেই আজ তিরাপের আত্মসমর্পণ । প্রেতের হাতে ।

সন্ধ্যা হতেই আকাশে রূপার চাক্তির মতন নিষ্পাপ শশী । শশী বৃদ্ধ । শিশু নয় । একইরকম তিরাপ । পূর্ণ বয়স্ক যুবতী । নিজেকে উজার করে দিতে চলেছে প্রেতপুরুষের কাছে । পতিকে পাশ কাটিয়ে । অবহেলা করে । যেন ঐ ছায়াময় জগতেই আছে লুকানো চাবি । আনন্দ নগরের ।

খুব সাজিয়েছে আজ তিরাপকে । এই অঞ্চলের মানুষ । বিশেষ করে কদাকার ঐ মেয়েটির বাড়ির মানুষ ।

মেয়েটি আজ নিস্তার পাবে আত্মার হাত থেকে । সুন্দর একটি কোমল জীবনের স্পর্শ পাবে সে । আর তিরাপ তো মহীয়সী । নাহলে কেউ এইভাবে **নিজ স্বামী** ছেড়ে প্রেতের হাতে নিজের রূপযৌবন ঢেলে দেয় ?

তিরাপে মূর্তি বসবে এখানে । একটি রডোডেন্ড্রন বৃক্ষের নিচে সেই স্ট্যাচু বসবে । এই চওড়া পাহাড়ি পথের নাম হবে তিরাপ পুই ।

কারণ গত ২০০ বছরের মধ্যে এই এক রূপবতী নিজেকে মানবসমাজের কল্যাণে সমর্পণ করতে চলেছে প্রেতাত্মার হাতে । এই নারী বিদূষী হলেও আবেগ প্রবণ , কোমল । লৌহ মানবী নয় আধুনিকাদের মতন । ইত্যাদি ।

নগ্ন নারী । নগ্ন প্রকৃতি । কমলের মতন কোমল দেহলতা, একদা প্রেত গবেষক তিরাপ কোহেনের । স্বামীর পৌরুষকে অবহেলা করে যে ধাবিত হচ্ছে অচিন দেশে, অশেষ কৌতুহল নিয়ে আর পরম শান্তিতে ।

যা ফেলে যাচ্ছে এদিকে তাই নিয়ে কোনো দু:খ নেই তার শুধু যেখানে চলে যাচ্ছে সেখানকার মূর্চ্ছনাই শুনতে পাছে অদেখা রুদ্রবীণার ঝঙ্কারে । হয়ত বাজছে কোনো মধুকলি কিংবা হংস্বধনি ; কে জানে !

অনেক দূরে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে একটি কদাকার মেয়ে । হলুদ মেয়ের মুখটা লেপা পোঁছা । মাথাটা বিরাট বড় । দেহ তুলনায় সরু । পেট মোটা আর পশ্চাৎদেশ সুবিশাল । ঠিক যেন দুদিকে দুটি ঘটম্ বসানো ।

দুটি অদৃশ্য হাত দিয়ে যেন প্রেতকূল এতদিন ধরে সেই ঘটম্ -এ সঙ্গত করতো ।

----তা না না দ্রিম দ্রিম , তোকে দেখে মানুষের হবে হাড় হিম ! তা না না দ্রিম দ্রিম ।।

গহীন বনে ঢুকে গেছে তিরাপ । নগ্ন হয়েই । এই নিয়ম । নিয়মের শৃঙ্খলে বন্দী আমরা । আজ তিরাপ হতে চলেছে শৃঙ্খল মুক্ত । তাই সে ভীষণ খুশী ।

নগ্নতা দিয়েই তো আরম্ভ জীবন- তাই নগ্নতায় শেষ বাঁশি । পর্ণগ্রাফি নয় পর্ণমোচী বৃক্ষের মতন । খসে পড়ে পাতা , বল্কল । চেতনার মোটা ছাল ।

আর রায়ান থেকে থেকে ডুবে যাচ্ছে এক অচেনা, অজানা অন্ধকার গহ্বরে-- যার শুরুটা দেখতে পেলেও শেষটা আজ অবধি কেউ দেখেনি !

বিষ খেয়েছে রায়ান । ওষুধের ওভারডোজ ।

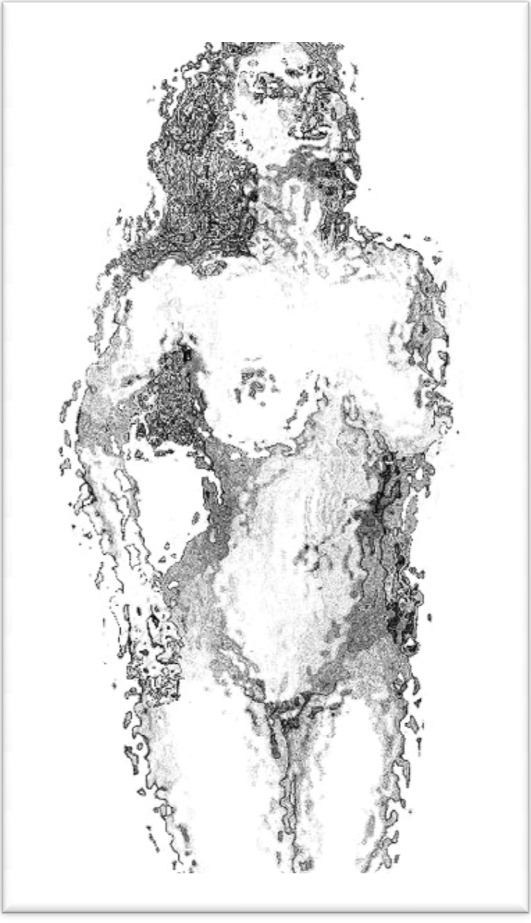

All images from www.pixabay.com

Under creative commons license.

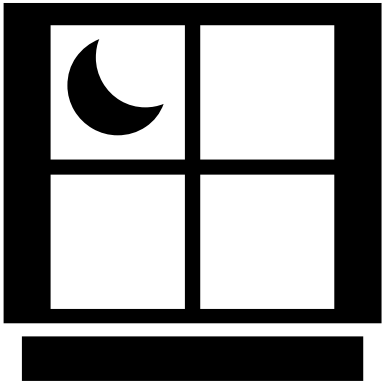

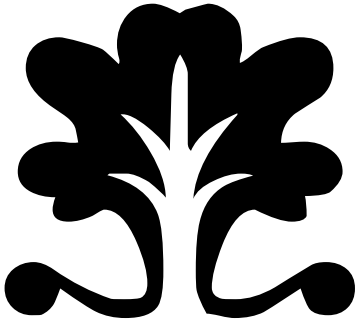

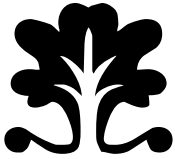

THE END